২৪/৭/২০০৭

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

সুবিধাভোগীরা চুক্তি করে ৩০ হাজার শিক্ষকের উপর আঘাত হেনেছে

–শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ৩য় বিভাগধারী শিক্ষকদের নিয়ে তথাকথিত ফেডারেশনের ৪ শর্তের বিবৃতিতে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের এক সভা গতকাল মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে অধ্যাপক এম, শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সমন্বয়কারী মোঃ সেলিম ভূঁইয়া,

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আহবায়কদ্বয় কাজী আঃ রাজ্জাক, মাওলানা এমএ লতিফ, যুগ্ম আহবায়কদ্বয় প্রিন্সিপাল মাজহারুল হান্নান ও শফিকুল আলম।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষকের রুটি-রুজির উপর আঘাত করে গত বছরের ২৪ আগস্ট সরকারের কাছ থেকে সুবিধাভোগী শিক্ষক নেতারা ৯ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই ৯ দফা স্বাক্ষরকারী নেতাদের শিক্ষক সমাজ ঘৃণার চোখে দেখেন। শিক্ষকদের প্রতিরোধের মুখে তারা আজ কোথাও সভা-সমাবেশ করতে পারেন না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তথাকথিত ফেডারেশনের নেতারা শুধু ধন্যবাদের রাজনীতি করেন। ঐক্যজোটের আন্দোলনের ফলে শিক্ষামন্ত্রী যখন বললেন, বর্ধিত ১০% বেতনের ৬ মাস এই অর্থবছরে এবং বাকী ৬ মাস পরবর্তী অর্থবছরে দেয়া হবে– তখন এই মুখচেনা সুবিধাভোগী নেতারা শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। আমরা যখন আন্দোলন জোরদার করলাম, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এই অর্থবছরেই ১০% বর্ধিত বেতন দেয়ার ঘোষণা দেয়া হলে তারা আবারো ধন্যবাদ দিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারী প্রজ্ঞাপন জারির ফলে ৩য় বিভাগধারী শিক্ষকরা যখন বকেয়াসহ বেতন পেতে যাচ্ছিলেন তখন তারাই ষড়যন্ত্র করে ৪ শর্তে শিক্ষকদের বকেয়া বাদে শুধু মে মাসের বেতন প্রদানের ব্যবস্থার জন্য মহাপরিচালককে স্বাগত জানালেন। মহাপরিচালকের পক্ষে ৫ জুলাই যে চিঠি ব্যাংকে দেয়া হয় পরবর্তী চিঠি না দেয়া পর্যন্ত ৩য় বিভাগধারী শিক্ষকদের টাকা পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। অথচ ফেডারেশনের নেতারা ৩০ জুলাইর মধ্যে শিক্ষকরা মে মাসের বেতন পাবেন বলে বিবৃতি দিলেন। এই ধরনের ভুয়া বিবৃতি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা প্রদানের বিষয়েও পূর্বে দেয়া হয়েছে যা বর্তমানে আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। শিক্ষকদের টাকা প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ করে শিক্ষা অধিদপ্তর তথাকথিত ফেডারেশন নয়। আর বিগত দেড় বছরের অধিক এই সমস্ত শিক্ষকদের হয়রানি করা হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, শিক্ষা সচিব ২৪ আগস্টের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩য় বিভাগধারী শিক্ষকদের বকেয়াসহ টাকা প্রদান করে জটিলতা নিরসন করবেন।